মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।

করোনা দুর্যোগে অসহায়দের পাশে মিরপুর উপজেলা যুবলীগ নেতা

বিশ্ব কাঁপানো করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে চলেছে উপজেলার করোনা

মোকাবেলায় অগ্রভাগের সৈনিক উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, শাকিলুর রহমান বিটু।

বুধবার বিকেলে পথচারী ও ছিন্নমুলদের মাঝে ইফতার ও রান্না করা খাবার বিতরণ করেন তিনি।

এছাড়াও প্রতিদিনই তাকে দেখা যায় উপজেলার কোন না কোন এলাকায়। কখনো কারো হাতে স্যানিটায়জার স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করা,আবার কখনো কাউকে গ্লাভস মাস্ক স্যানিটাইজার দিয়ে সাহায্য করা।

মিরপুর উপজেলার ১৩ ইউনিয়ন ও পৌরসভার মিরপুর উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে সে।

করোনা সংক্রমন বিস্তাররোধে প্রতিটি গ্রামের যুবসমাজকে কাজে লাগিয়ে জীবানু নাশক স্প্রে করাচ্ছে এলাকার মসজিদ,মন্দির,বাজার,চলাচলের রাস্তায় এতে করে উপজেলায় সৃষ্টি হচ্ছে সচেতনতা। এছাড়াও বিটু পল্লী চিকিৎসকদের PPE সহ সুরক্ষা সামগ্রীর যোগান দিয়ে গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে।
এখানেই শেষ নয়।

উপজেলার করোনা সচেতনতার পাশাপাশি করোনার কারনে কাজ করতে না পারা দিনমুজুরি খেটে খাওয়া অসাহায় মানুষের জন্যও নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে চাউল ডাউল ও সবজি সহায়তা দিয়ে মানবিক কাজেও অংশ নিচ্ছে বিটু।

গাংনীতে অসহায় পরিবারের পাশে জেলা যুবলীগ

মানবতার সহায়তা নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন খাদ্য ও নগদ অর্থ নিয়ে ছুটে যান জেলা গাংনী উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের এক অসহায় প্রতিবন্ধীর বাড়ি। ঐ বাড়িতে ৪ কন্যা রয়েছে সকলেই প্রতিবন্ধী। বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশ হয়

তাদের অসহায়ত্বের কথা।

খবরটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে আসলে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় যুবলীগকে নির্দেশ দেন তিনি। কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশক্রমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন শনিবার দুপুরে খাদ্য সহয়তা নিয়ে পৌছে যান সেই অসহায়ের মানুষের পাশে।
“গাংনীর প্রতিবন্ধী চার কন্যা নিয়ে অসহায় মা। আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নত সঙ্গী” শীরোনামে একটি খবর মেহেরপুর প্রতিদিন ও বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মূলোত এই খবরটি সককেলর দৃষ্টি গোচর হয় বলে জানান জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

অসহায় পরিবারটিকে ৫০ কেজি চাউল, ৫ কেজি করে ডাউল, আলু, পেয়াজ, সয়াবিন তেল, মুরগীর মাংস ছাড়াও সেমাই, সুজি চিনি ছাড়াও নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, এই পরিবারের জন্য আপাতত এক মাসের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হলো যাতে এই করোনা পরিস্থিতিতে তাকে না খেয়ে থাকতে হয়। তিনি আরও বলেন এটা আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ। করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষ যেন কোন ভাবেই না খেয়ে না থাকে।

তিনি ঐ পরিবারকে সুন্দরভাবে যাতে থাকতে পারে সেজন্য একটি বাসযোগ্য বাড়ি করে দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

পরে সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া কামনা করেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

চুয়াডাঙ্গার খাড়াগোদা গ্রামে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত ৬

চুয়াডাঙ্গা খাড়াগোদার বাজারে আ.লীগ ও যুবলীগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য আ.লীগ নেতা লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানিয়েছেন।

একদিকে করোনা অপর দিকে মাহে রমজানের পবিত্র মাস আ.লীগ-যুবলীগ নেতাদের এহন কর্মকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়েছে সচেতন মহল। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত গড়াইটুপি ইউনিয়নের গাষ্টবিহার গ্রামের জহুরুল ইসলামের মেয়ে গড়াইটুপি ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশের বোন জুই গত দেড়মাস আগে ঝিনাইদহ গোপালপুর গ্রামে বিয়ে হয়। বিয়ের ১৫ দিনের মাথায় জুই নিজ গ্রামের ভাটার ছেলে মুকুল হাসানের হাত ধরে পালানোর চেষ্টা করে।

সে সময় দর্শনা পুলিশ তাদরকে ডাকবাংলা বাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করে উভয় পক্ষের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। গতপরশু বহস্পতিবার মুকুল পুনরায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫টার দিক গড়াইটুপি গ্রামের আ.লতিবের ছেলে রানা পলাশের পক্ষ নিয়ে গাষ্টবিহার গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে গড়াইটুপি ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি লিটনকে চড় থাপ্পড় মারে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই লিটন এর গায় হাত পড়েছে জানতে পেরে তিতুদহ ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি শুকুর আলী ও লিটন দলবল নিয়ে খাড়াগোদা বাজারের শিমুলের ০◌েদাকানের সামনে গিয়ে পলাশ ও তার ভাই শিমুলের ওপর চড়াও হয়। একপর্যায় সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। যার হাতে যা থাকে তাই দিয়ে একে অপরকে মারপিট করতে থাকে।

এই ঘটনায় আহত হয় শুকুর পক্ষের লিটন, রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে ঝন্টু, ছয়রদ্দিনের ছেলে আহাদ আলী। পলাশ পক্ষের আহত হয় পলাশ ও তার ভাই শিমুল এবং রসূলের ছেলে হাবিবুর রহমান। যুবলীগের সভাপতি পলাশ অভিযোগ করে বলেন, আমার বোনের সংসার ভাঙ্গা নিয়ে মুকুলকে সেল্টার দিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে লিটন। বোনকে নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে কারোর মাথায় ঠিক থাকার কথা না। শুকুর ও তার লোকজন আমাকে

পরিকল্পিত ভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালিয়েছে।

অপর দিক লিটনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পলাশ মিথ্যা সন্দেহ করে তার লোকজন দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে লিটনের ওপর হামলা চালায়। গড়াইটুপি ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, পলাশের বোনকে নিয়েই মূলত এ ঘটনা। শুকুর আলী পলাশের কাছে লিটনের মারার ব্যাপার জানতে গেলে পলাশের লোকজন ক্ষিপ্ত হয় হাসুয়া রামদা দিয়ে লিটন ও তার লোকজনকে কুপিয়ে যখম করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনলেও উভয় পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে, দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান জানিয়ছেন।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত হওয়ায় এমপি টগর কে ফুলেল শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসন সংসদ সদস্য হাজি মো. আলী আজগার টগর এমপি কে ফুলেল শুভেচছা জানিয়েছেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম এপি।

গতকাল রবিবার রাত ৯ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জননেতা আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক

চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, যুগ্ম সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান এসএম জাকারিয়া আলম, সাংগাঠনিক সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, অ্যাড. রফিকুল ইসলাম রান্টু, জেলা পরিষদের সদস্য আবু জাফর, ইউসুফ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী, দপ্তর সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি সহসভাপতি ইমদাদুল হক ইমন, সাংগাঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম,আতিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মইফুল ইসলাম সহ সম্পাদক মঞ্জুর রাশেদ তুহিন, যুবলীগ নেতা মঞ্জুর আহমেদ লিটন, আবু জাফর, বিল্লাল হোসেন, আক্তার হোসেন, তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় এমপি আলী আজগার টগর বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশটাকে সাংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ সর্বক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে নিতে কাজ করছে বলেই আমরা এতটা পথ এগিয়ে আসতে পেরেছি।

যুবলীগ তাঁর আপন মহিমায় জাতির পিতার আর্দশ বুকে নিয়ে কাজ করে গেলে দ্রুতই আমাদের দেশ বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা হবে।

উল্লেখ্য যে গত বছর কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যু তে পদ শূন্য হওয়ায় গত ৬ মার্চ কার্ষনিবাহী কমিটির সভায় ১ নং সিনিয়র সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম এপি কে সর্বসম্মতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত করেন।

মেপ্র/আরপি

যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারন সম্পাদক পদে নতুনদের নাম আলোচনায়

শুদ্ধি অভিযানে বড় ধাক্কার পর যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে আলোচনা এখন সর্বত্র। ক্যাসিনো-কাণ্ডে আড়ালে চলে গেছেন চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী। তিনি আর যুবলীগের

নেতৃত্বে থাকতে পারছেন না বলে জোর আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক পদেও আসতে পারে নতুন মুখ। যুবলীগের সাবেক নেতাদের চাওয়া- তরুণ, যুববান্ধব ও সৎ নেতৃত্ব। আর বর্তমানরা চান- ছাত্র ও যুব রাজনীতির অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কর্মীবান্ধব, গতিশীল ও সহজপ্রাপ্য কাউকে।

এদিকে ২৩ নভেম্বরের সপ্তম কংগ্রেসকে সামনে রেখে শীর্ষ দুই পদ পেতে অনেকেই তৎপর। খোঁজ নিয়ে ও নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদে অনেকেই আলোচনায় আছেন।

চেয়ারম্যান হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন-যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণির ছেলে শেখ ফজলে শামস পরশ ও তার ছোট ভাই ঢাকা-১০ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, বর্তমান কমিটির সদস্য শেখ ফজলে ফাহিম (শেখ সেলিমের ছেলে), যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম, বর্তমান প্রেসিডিয়াম সদস্য- শহীদ সেরনিয়াবাত, ফারুক হোসেন, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, আতাউর রহমান, অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন ও ডা. মোখলেছুর রহমান হিরু।

আর সাধারণ সম্পাদক পদে যারা আলোচনায় আছেন, তারা হলেন- বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ মহি, সুব্রত পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হাসান তুহিন, অর্থ সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হালদার, উপ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ বাবলু, সহসম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, আমরা চাই-যোগ্য স্বচ্ছ ও পরিছন্ন ব্যক্তিরা নেতৃত্বে আসুক। সে ক্ষেত্রে নবীন ও অভিজ্ঞদের সমন্বয় থাকলে সংগঠন সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া যায়।

প্রেসিডিয়ামের আরেক সদস্য ডা. মোখলেছুর রহমান হিরু বলেন, সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করেছি। নেত্রী যদি দায়িত্ব দেন তাহলে আগামীতেও স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করব। মহিউদ্দিন আহমেদ মহি বলেন, আমরা চাই- যুবলীগের নেতৃত্বে যোগ্যরা আসুক।

এ ছাড়া যুবলীগকে ঢেলে সাজানো এবং তরুণদের নেতৃত্বে আনার সিদ্ধান্ত হলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্য থেকে শীর্ষ পদে জায়গা

পেতে পারেন।

সে ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে আলোচনায় রয়েছেন- ইসহাক আলী পান্না, বাহাদুর ব্যাপারী, অজয় কর খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু, মাহমুদ হাসান রিপন, মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন, এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগের মধ্য থেকে যে কেউ যুবলীগের মূল নেতৃত্বে আসতে পারেন।

জানতে চাইলে ইসহাক আলী পান্না বলেন, আমি কোনো প্রার্থী না। আমি বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার কর্মী। তিনি যদি কোনো সাংগঠনিক পদে আমাকে দায়িত্ব পালন করতে দেন তাহলে আমি সেটাই করব।

অন্যান্য সময় কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আগে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা যুবলীগের সম্মেলন হতো। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মহানগর শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে নয় আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড; কারণ সম্প্রতি ক্যাসিনো কারবারের দায়ে সংগঠন থেকে বহিষ্কার হয়েছেন ঢাকা মহানগর যুবলীগ দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটসহ অনেকেই।

এদিকে যুবলীগের সম্মেলনের আগে এবার আলোচনায় এসেছে বয়সসীমা বেঁধে দেয়ার বিষয়টি। যদিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আজ রোববার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুবলীগ নেতাদের বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

এই বয়সসীমার ওপর নির্ভর করবে আগামী কমিটিতে কারা নেতৃত্ব দেবেন। বর্তমান কমিটির দক্ষ ও ত্যাগী নেতাদের প্রায় সবারই বয়স ৫০-৬০ বছরের মধ্যে। বয়সসীমা ৬০ বছরের মধ্যে হলে বর্তমান কমিটির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদে আসার সুযোগ পাবেন।

আর যদি বয়সসীমা ৪৫ থেকে ৫০ বছর বেঁধে দেয়া হয়, তবে ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের ভাগ্য খুলে যাবে। সে ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্য থেকে যুবলীগের চেয়ারম্যান কিংবা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সূত্র: যুগান্তর

যুবলীগ নেতা সম্রাটকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থেকে যুবলীগ নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট কে গ্রেফতার করেছে র্যাব। র্যাবের মুখপাত্র সারোয়ার বিন কাসেম এই খবর নিশ্চিত করেন ।

সুনির্দিষ্ট মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব। তবে মামলার বিস্তারিত বলতে রাজী হননি র্যাবের এই কর্মকর্তা।

তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হবে বলে জানাচ্ছেন কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অবৈধ ক্যাসিনো-সহ নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলা অভিযান চলছে এবং এই পুরো সময়টা ধরেই আলোচনার শীর্ষে ছিলেন এই যুবলীগ নেতা।

একদিনে বাংলাদেশের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই সম্রাটের অবস্থান এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা ধরণের প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।

এমপি ডেস্ক